প্রথম আলো

শিক্ষক-প্রশাসন দ্বন্দ্বে জিম্মি শিক্ষার্থীরা

খুলনা ব্যুরো

জীববিজ্ঞান ডুলের ডিন নিয়োগসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়ে শিক্ষক-প্রশাসন দ্বন্দ্বে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে থাকা শিক্ষকদের কৌশলী রাজনীতির কারণে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিষ্পেষিত হচ্ছে। ফলে এক সময়ের 'সেশনজটমুক্ত' খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে প্রায় এক বছরের সেশনজটে পড়েছে। এমনকি ছয় মাস আগে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে (১৩ ব্যাচ) ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলেও এখন পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়নি তাদের। সৃষ্ট জটিলতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। রাজনীতিযুক্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষক ও প্রশাসন দ্বন্দ্ব চরমে রয়েছে। এ অবস্থায় প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে সেশনজট আরও দীর্ঘ হচ্ছে। জীববিজ্ঞান ডুল (অনুষদ) ছাড়াও অন্যান্য ডুলের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনেও দুই পক্ষের শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের কারণে মাসের পর মাস ক্লাস বন্ধ রাখা হচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরিসহ কোনো একাডেমিক কাজেও অংশ নিচ্ছেন না আন্দোলনরত শিক্ষকরা।

আন্দোলনকারী শিক্ষক ফিশারিজ ডিসিপ্লিনের (বিভাগ) প্রধান অধ্যাপক ড. জাইয়াজ হাসান চিশতী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি একই সঙ্গে একাডেমিক ও প্রশাসনিক প্রধান। তিনি আন্তরিক হলেই সব সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ন্যায়সঙ্গত উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসনের দুর্নীতি, সাবেক ডিসির সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেহাত, নিয়োগে অনিয়ম, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পদোন্নতি স্থগিত, শিক্ষকের ওপর সন্ত্রাসী হামলাসহ বিভিন্ন অভিযোগে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষকদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, প্রশাসন তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে বরাবর উপেক্ষা করছে। এ বিষয়গুলো প্রশাসনিক হলেও প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো অজুহাতে দিনের পর দিন ক্লাস বর্জন করেছেন তারা। আর এ অবস্থায় শিক্ষকদের অপর অংশ পাল্টা কর্মসূচি নিয়ে প্রশাসনের পক্ষে কৌশলী অবস্থান নিয়েছে। পাল্টাপাল্টি আন্দোলনে তিন মাস পিছিয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। আর বর্তমানে আন্দোলনকারী অংশটি ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ না নেয়ায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে জীব বিজ্ঞান ডুলে টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা। উল্লেখ্য, প্রায় ছয় মাসের সেশনজট নিয়ে শুরু হওয়া জীব বিজ্ঞান ডুলের চলতি টার্মের গত এপ্রিল মাসে শেষ হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত শিক্ষক প্রশাসন দ্বন্দ্বের কারণে টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থার মধ্যে শিক্ষকদের একটি অংশ ডিন নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ এনে এবং প্রতিবাদে ক্লাস বর্জন করাসহ পরীক্ষা না নেয়ার ব্যাপারে জোটবদ্ধ হয়ে নীরব আন্দোলন শুরু করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অপর অংশের শিক্ষক নেতারা কেন পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না তা জানতে চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন। শিক্ষকদের এমন টানা হেঁচড়ার যাঁতাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিষ্পেষিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞান ডুলেরছাত্র আশারুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, ক্লাস ও পরীক্ষা নিলেও মাস শেষে শিক্ষকরা তাদের বেতন ঠিকই তুলে নিচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ফি ও নিয়মিত আদায় করা হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে যে মূল্যবান সময় ঝরে যাচ্ছে সে হিসেব কে নেবে? অপর ছাত্র ইয়াছিন মাহমুদ জানান, ডিন নিয়োগ একটি প্রশাসনিক বিষয়। এটি শিক্ষক ও প্রশাসনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। কিন্তু এজন্য শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখা অনুচিত। এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন তাদের পরীক্ষা যথাযথভাবে গ্রহণ করে সেশনজট থেকে মুক্ত রাখার উদ্যোগ নেয়। সম্প্রতি আন্দোলনরত শিক্ষকদের পক্ষে জীববিজ্ঞান ডুলের ৭টি ডিসিপ্লিনের প্রধান ও শিক্ষকরা অনশনরত শিক্ষার্থীদের মাঝে আসেন এবং তাদের দাবি সংবলিত বার্তা পড়ে শোনান। সেখানে শিক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, অনিয়ম করে জীব বিজ্ঞান ডুলের ডিন হিসেবে প্রফেসর ড. সমীর কুমার সাধুকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যা নিয়ে শিক্ষকরা আন্দোলন করছে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে প্রফেসর ড. সমীর কুমার সাধু নিজেই ডিসির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। কিন্তু সেই পদত্যাগ পত্রটি কর্তৃপক্ষ তখন গ্রহণ করেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন সেই পদত্যাগ পত্রটি গ্রহণ করলে শিক্ষকরা ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ শুরু করতে পারবে। এ অবস্থার মধ্যে জীব বিজ্ঞান ডুলের আন্দোলনকারী শিক্ষকরা এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিকে জীব বিজ্ঞান ডুলের ডিনের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ানোর কথা উল্লেখ করে তিনি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে জানা গেছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ ... 12 JUL 2013
পৃষ্ঠা ...